যায়যায়দিন

তারিখ ... 8 JAN 2009 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষক ধর্মঘটে অচল জাবি

নতুন ভিসির অপেক্ষায় প্রশাসনে স্থবিরতা

আদনান মনোয়ার হুসাইন জাবি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থবির হয়ে আছে শিক্ষা কার্যক্রম। শিক্ষক ধর্মঘটে দীর্ঘদিন বন্ধ আছে ক্লাস। আটকে আছে প্রথমবর্ষ ভর্তি পরীক্ষা। আগে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চললেও সরকার পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে স্থবির হয়ে পড়েছে গোটা প্রশাসন। গুরুত্বপূর্ণ এসব কাজ সম্পাদনের জন্য প্রশাসন এখন নতুন ভিসি নিয়োগের দিকে তাকিয়ে আছে।

গত বছরের ২৪ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি অধ্যাপক মোহাম্মদ মুনিরুজ্জামানকে অস্থায়ী ভিসি হিসেবে নিয়োগ দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ প্রশাসন শুধু দৈনন্দিন কার্যক্রম সমাধা করলেও বিভিন্ন সমস্যার ব্যাপারে ছিল উদাসীন। আগের ভিসি অধ্যাপক খন্দকার মুস্তাহিদুর রহমানের শেষ সময়ে মন্ত্রণালয়ের এক নিষেধাজ্ঞায় পৃ ১৫ ›› ক ১

শিক্ষক ধর্মঘটে অচল

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

জাবিতে সব ধরনের নিয়োগ বন্ধ করা হয়। এতে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ প্রায় শতাধিক পদে নিয়োগ আটকে যায়। অস্থায়ী ভিসি এ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে ব্যর্থ হন। নভেম্বর থেকে নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের সভাপতি আহমেদ সানীকে লাঞ্ছিতকারী শিক্ষার্থীদের বিচারের দাবিতে শিক্ষক সমিতি লাগাতার কর্মবিরতি শুরু করলেও প্রশাসন এ ব্যাপারে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। কেবল চিঠি পাঠিয়ে কর্মসূচি প্রত্যাহারের অনুরোধ করেই দায়িত্ব শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এ অবস্থায় তিন মাস শিক্ষকরা ক্লাসসহ একাডেমিক কাজ বর্জন অব্যাহত রেখেছেন।

এদিকে শিক্ষক ধর্মঘটের কারণে অনার্স প্রথমবর্ষে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্তে যেতে পারেনি প্রশাসন। ৩ জানুয়ারি পরীক্ষা হওয়ার কথা থাকলেও তা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত প্রশাসন এ নিয়ে আর কোনো বৈঠকেও বসেনি।

প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে কথা বলে জানা যায়, প্রশাসন এখন নতুন ভিসি নিয়োগের দিকে তাকিয়ে আছে। এর আগে এসব ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার সম্ভাবনা কম। সে সঙ্গে ভিসি হিসেবে কে নিয়োগ পেতে পারেন সে ব্যাপারে চলছে হিসাব-নিকাশ। শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের মতে, অধ্যাপক শরীফ এনামুল কবির ও অধ্যাপক আবদুল বায়েসের মধ্য থেকে কেউ একজন হবেন নতুন ভিসি। অধ্যাপক বায়েস সাবেক ভিসি এবং অধ্যাপক শরীফ সর্বাধিক ভোটে নির্বাচিত সিনেট সদস্য ও দুবারের ট্রেজারার।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক শিক্ষক জানান, জাবির ভিন্ন রাজনৈতিক বাস্তবতায় প্রশাসন চালাতে দলমত নির্বিশেষে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য কাউকে এ পদে বসাতে হবে। অভিজ্ঞতার পাশাপাশি শিক্ষক ও স্টাফদের মধ্যে আস্থা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম, শিক্ষার্থীদের নির্বিঘ্ন পড়াশোনার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য উদ্যমী পরীক্ষিত শিক্ষক নেতাকেই এ পদে বসাতে হবে। তাদের মতে, অতীতে প্রশাসনে এবং প্রশাসনের বাইরে থেকে বিভিন্ন ইতিবাচক কাজ দ্বারা ও বিভিন্ন অনিয়মের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিয়ে অধ্যাপক শরীফ সবার শ্রদ্ধা ও আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। অধ্যাপনার পাশাপাশি তার রয়েছে আন্তর্জাতিকমানের গবেষকের খ্যাতি। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর স্বার্থের প্রতি সজাগ দৃষ্টির কারণে সব মহলে অধ্যাপক শরীফ তার গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করেছেন।

এক কর্মকর্তা তার অভিজ্ঞতার আলোকে বলেন, সবাইকে নিয়ে সুন্দরভাবে কাজ করার মতো গুণাবলী থাকায় অধ্যাপক শরীফ ভিসি হলে প্রশাসন উপকৃত হবে বেশি। তাছাড়া প্রশাসনে যেসব সমস্যার জট তৈরি হয়েছে তার জন্য সৎ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দরকার বলে তিনি মন্তব্য করেন। অধ্যাপক বায়েসকেও তিনি যথেষ্ট যোগ্য বলে মন্তব্য করেন।

অধ্যাপক শরীফ এনামুল কবির সম্পর্কে শিক্ষক কর্মকর্তাদের আগ্রহ দেখে তার মন্তব্য জানতে চাইলে তিনি এ বিষয়ে কিছু বলতে রাজি হননি। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে দক্ষ ও সৎ কেউ ভিসি পদে নিয়োগ পাবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।